৭ম তারাবীহ

সপ্তম তারাবীহতে পঠিতব্য কুরআনের দশম পারা জুড়ে থাকছে সূরা আনফালের অবশিষ্টাংশ ও সূরা তাওবার দুই তৃতীয়াংশ। সূরা তাওবায় অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি জিহাদের গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা, প্রস্তুতি, নীতিমালা এবং যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টনের বিধি-বিধান বিশেষভাবে গুরুত্ব পেয়েছে।

ঘটনাবলি

সূরা আনফালে বদর যুদ্ধের বিভিন্ন দিক আলোকপাত করা হয়েছে। মুনাফিকদের কপটতা, ইহুদীদের বিশ্বাসঘাতকতা, অস্ত্র ও সৈন্যস্বল্পতার পরও মুসলমানদের বিজয় অর্জনের গোপন রহস্য উঠে এসেছে বেশ কয়েকটি আয়াতে। ৮/৪২-৫১

মদীনার বিখ্যাত দুই ইহুদী গোত্র বনূ কুরাইযা ও বনূ নাযীর মুসলমানদের সাথে কৃত চুক্তি ভঙ্গ ও বিশ্বাসঘাতকতা করে। একই সূরায় বিশ্বাসঘাতকদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ও কৃত চুক্তি ইহুদীদের দিকে ছুড়ে দিতে নির্দেশ দেন মহান আল্লাহ। ৮/৫৬-৫৮

হুনাইন যুদ্ধে সংখ্যাধিক্যের কারণে মুসলমানদের ভেতর আত্মপ্রসাদ সৃষ্টি হয়। এ কারণে আল্লাহর তরফ থেকে পরীক্ষাস্বরূপ মুসলিম শিবির শুরুতে বিপর্যয়ে পড়ে। এর পরও মহান আল্লাহ কীভাবে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তার সহযোদ্ধাদের স্বস্তি ও মনোবল দিয়ে সাহায্য করলেন এবং বিজয়ের বন্দরে পৌঁছে দিলেন, সেই ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে সূরা তাওবায়। ৯/২৫-২৭

তাবুক ছিল রাসূল (সা.)-এর জীবনের সবচেয়ে কঠিন অভিযানসমূহের একটি। তীব্র গরম, দুর্গম পথ এবং মদীনায় খেজুর পাকার মওসুম হওয়ায় এ যুদ্ধে মুনাফিকরা মিথ্যা অজুহাতে অংশগ্রহণ করেনি। সূরা তাওবার ৩৮ নম্বর আয়াত থেকে শেষ পর্যন্ত প্রায় দেড় পারা জুড়ে তাবুক যুদ্ধের বিভিন্ন দিক বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়েছে। কুরআনে অন্য কোনো ঘটনা একাধারে এত দীর্ঘ পরিসরে আলোচিত হয়নি। এই দীর্ঘ বিবরণে মুমিনদের জন্য রয়েছে বিভিন্ন শিক্ষনীয় বিষয় এবং জরুরি বিধি-বিধান। ৯/৩৮-১২৯

হিজরতের সফরে গারে ছাওরে চরম উৎকণ্ঠার মুহূর্তেও আল্লাহর প্রতি রাসূল (সা.) ও আবু বকর (রা.)-এর অবিচল আস্থা, বিনিময়ে আল্লাহ কর্তৃক অদৃশ্য বাহিনী দিয়ে সাহায্য করার বর্ণনা উঠে এসেছে এই সূরায়। ৯/৪০

CamScanner

ঈমান-আকীদা

পূর্বের দুই সূরার মতো সূরা তাওবাতেও ঈমানের মৌলিক তিনটি বিষয় তথা তাওহী রিসালাত ও আখিরাতের আলোচনা রয়েছে। এর মধ্যে একত্ববাদের আলোচনা ক হয়েছে সবচেয়ে বেশি। ইহুদীরা উযায়ের (আ.)-কে এবং খ্রিস্টানরা ঈসা (আ.)-কে আল্লাহর পুত্র বলে বিশ্বাস করে। তাদের এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের অসারতা তুলে ধরা হয়ে সূরা তাওবায়। ৯/৩০

আদেশ

- শত্রুর মুখোমুখি হলে অবিচল থাকা এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মর করা। ৮/৪৫
- আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করা এবং ধৈর্য ধারণ করা। ৮/৪৬
- শত্রুর মোকাবিলার জন্য যুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়া এবং সামরিক শক্তি ও সমরাস্ত্র প্রস্তুত করা। ৮/৬০
- শত্রুপক্ষ সন্ধিতে আগ্রহী হলে নিজেরাও সন্ধিতে অগ্রসর হওয়া, যদি ত নিজেদের স্বার্থবিরোধী না হয়। ৮/৬১
- তাকওয়া অবলম্বন করা। ৮/৬৯
- আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। ৯/২৯
- ঐক্যবদ্ধভাবে মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। ৯/৩৬
- কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা এবং তাদের প্রতি কঠোর হওয়া ৯/৭৩

নিষেধ

- পরস্পর কলহ না করা। ৮/৪৬
- দম্ভ ও অহংকার প্রদর্শনকারীদের মতো না হওয়া। ৮/৪৭
- আপনজনও যদি ঈমানের ওপর কুফরকে প্রাধান্য দেয়, তবে তাদেরকে বন্ধু ও আভিভাবক না বানানো। ৯/২৩
- পাপাচারের মাধ্যমে নিজেদের প্রতি অবিচার না করা। ৯/৩৬
- মুনাফিকদের জানাযা না পড়া।

CamScanner

বিধি-বিধান

যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টনের বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে দশম পারার প্রথম আয়াতে। ৮/৪১

ফকির (অভাবগ্রস্ত), মিসকীন (নিঃস্ব) ও যাকাত উসুলকারীসহ যাকাত ও সাদাকার আটটি খাত উল্লেখ করা হয়েছে। ৯/৬০

হালাল-হারাম

কাফির, মুশরিকদের জন্য মসজিদুল হারামে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ৯/২৮

মুসলমানদের জন্য যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বৈধ এবং তা খাওয়া হালাল। ৮/৬৯

ফজীলত ও মর্যাদা

চারটি সম্মানিত মাসের (যিলকদ, যিলহজ, মুহাররম ও রজব) মর্যাদা ও বিধি-বিধান উঠে এসেছে। ৯/৩৬

ইসলামের জন্য আত্মত্যাগকারী মুহাজির ও আনসারদের প্রশংসা এবং তাদের বিনিময় ও মর্যাদা উল্লেখ করা হয়েছে। ৮/৭২-৭৫

সুসংবাদ ও সতর্কতা

মুসলমানদেরকে পারস্পরিক কলহ ও মতবিরোধ করতে নিষেধ করা হয়েছে। এর ক্ষতির কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, এতে করে তোমাদের শক্তিসামর্থ্য কমে যাবে এবং তোমরা দুর্বল হয়ে পড়বে। ৮/৪৬

মুনাফিকদের আল্লাহ কখনোই ক্ষমা করবেন না, যদিও তাদের জন্য সত্তর বার ক্ষমা প্রার্থনা করা হয়। ৯/৮০

কাফিরদেরকে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিতে বলা হয়েছে। ৯/৩

যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং জীবন ও সম্পদ দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে, তাদেরকে আল্লাহর পক্ষ হতে রহমত, সন্তুষ্টি ও জান্নাতের সুসংবাদ দিতে বলা হয়েছে। ৯/২১

যারা যাকাত না দিয়ে স্বর্ণ-রূপা (সম্পদ) জমা করে তাদের জন্য কঠোর শাস্তির সুসংবাদ রয়েছে। ৯/৩৪

আল্লাহ যাদেরকে অপছন্দ করেন

আল্লাহ বিশ্বাসঘাতকদের পছন্দ করেন না। ৮/৫৮

CamScanner

আল্লাহ যাদেরকে ভালোবাসেন

আল্লাহ মুত্তাকীদের ভালোবাসেন। ৯/৪,৭

যুদ্ধে সাফল্য অর্জনের ছয়টি রহস্য

১. যুদ্ধের ময়দানে শেষ পর্যন্ত অবিচল ও দৃঢ়পদ থাকা।

২. অধিক পরিমাণে আল্লাহকে স্মরণ করা।

৩. আল্লাহ ও তার রাসূলের দিক-নির্দেশনা মেনে চলা।

৪. কলহ পরিহার করা।

৫. ধৈর্য ধারণ করা।

৬. কাফিরদের মতো অহংকার প্রদর্শন না করা এবং লৌকিকতা পরিহার করা। ৮/৪৫, ৪৬, ৪৭

আজকের শিক্ষা

আল্লাহর পথে চললে এবং আল্লাহর ওপর পরিপূর্ণ ভরসা করলে তিনি গায়েবি সাহায্য করেন। ৮/৪৪

আল্লাহ কোনো নিয়ামত পরিবর্তন করেন না, যা পরিবর্তিত হয় তা আমাদের অপকর্মের কারণে। ৮/৫৩

মুহাজির-আনসার পরস্পরের বন্ধু এবং কাফিররা বন্ধু পরস্পরের। মুসলমানরা কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করলে পৃথিবীতে বিপর্যয় নেমে আসবে। ৮/৭৩

CamScanner